প্রথম আলো

তারিখ 20 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীতে শোভাযাত্রা বের করা হয় ● ছবি : প্রথম আলো

কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ-২০১০ শুরু

সাধারণ শিক্ষার মতো স্বীকৃতি নেই : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশে সাধারণ শিক্ষার মতো কারিগরি শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতি নেই। তবে বাস্তব জীবনে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অন্য সব শিক্ষা অনর্থক হবে।

গতকাল শনিবার সকালে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১০-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত এক শোভাযাত্রা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যে শিক্ষা পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যায় না, সে শিক্ষার কোনো দাম নেই। তরুণ প্রজন্মকে যদি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া না যায়, তবে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তারা ভালো করতে পারবে না।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে তরুণ প্রজন্মকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের কারিগরি জ্ঞান বাড়াতে হবে। এ জন্য কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত। এ জন্য এবারের শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি হবে।

শোভাযাত্রাটি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর থেকে শুরু হয়ে মৎস্য ভবন ও হাইকোর্ট হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিতাইচন্দ্র সূত্রধর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সারা দেশ থেকে আসা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন। শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উল্লাসে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ। অনেক শিক্ষককেও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাচ-গান করতে দেখা গেছে।

আজ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু : আজ রোববার থেকে শুরু হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১০। রাজধানীর বঙ্গভবনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

এ উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার কম। দেশ ও জনগণের স্বার্থে গুরুত্ব সহকারে এ শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।' ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পৃথক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বর্তমানে আমাদের প্রবাসী কর্মীদের প্রায় অর্ধেকই অদক্ষ। অধিক হারে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী পাঠানোর মাধ্যমে আরও বেশি রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।' তিনি আরও বলেন, কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যাবে।